দোতল বোকান

কাজি মাহবুব হোসেন

অন্যমনস্কভাবে হেঁটে চলেছে জামিল। মনটা বিক্ষিপ্ত। রিনির সাথে সব সম্পর্ক শেষ। আংটি আর চুড়ি ফেরত দিয়েছে ও। জামিল নাকি অযোগ্য, অকর্মার ঢেঁকি আর খুব ঝগড়াটে। সিদ্ধেশ্বরী থেকে বের হয়ে মৌচাক মার্কেটের সামনে রামপুরার দিকে মোড় নিল জামিল। রিনি তাকে এমন বিচ্ছিরি ভাবে কথা না শোনালেও পারত।

'দোতল বোকান!' বিড় বিড় করে কথাটা উচ্চারণ করল সে। তারপর থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ ওই অদ্ভুত নামটা সে কোথায় পেল? একটু আগেই সে ওই নামটা দেখেছে। কিন্তু ব্যাপার কি? কিসের দোকান ওটা? রোজই এই পথ দিয়ে যায় সে—অথচ দোকানটা এর আগে কোনদিন চোখে পড়েনি। তার বাসা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। ওরা কিসের ব্যবসা খুলে বসেছে দেখতে আবার ফিরে গেল সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দোকানের দরজায় ধুলো পড়া একটা সাইনবোর্ড: এখানে বোতল বিক্রি হয়।

নিচে আরও অস্পষ্ট ছোট ছোট হরফে কি যেন লেখা রয়েছে ঠিক পড়া যাচ্ছে না। হাত দিয়ে মুছে নিয়ে আবার পড়ার চেষ্টা করল জামিল। ভিতরের জিনিস মজাদার।

ব্যস ওইটুকুই:

এখানে বোতল বিক্রি হয়।
ভিতরের জিনিস মজাদার।

দোকানে ঢুকলো জামিল। বোতলে অনেক মজাদার জিনিস পাওয়া যায় বটে। আজ তার মনের যা অবস্থা, তাতে কিছুটা মজা পেলে নেহাত মন্দ হয় না।

'দরজা বন্ধ করেন।' খনখনে চড়া গলায় একজন চেঁচিয়ে উঠল। দমকা বাতাসে একরাশ ধুলো ঢুকল দোকানে। কাউন্টারের পিছনে নিচুতে বসা এক বামুন বুড়ো কথাটা বলেছে। ওর ডিমাকৃতি মাথায় একটা চুলও নেই—মাথা জোড়া চকচকে টাক। শক্ত করে কাউন্টারের ধার আঁকড়ে বসে ছিলো লোকটা, বাতাসের ঝাপটায় টুলের ওপর থেকে মুখ থুবড়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি পা দিয়ে ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল জামিল। নিজেকে সামলে নিয়ে লোকটা হাসি মুখেই হামাগুড়ি দিয়ে আবার ছোট টুলটার ওপর উঠে বসল।

'আপনার সাথে আবার দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম,' খুশি-খুশি গলায় বলে উঠল বেঁটে বামুন।

লোকটার গলার স্বরও যেন ধুলো বোঝাই। এখানকার সব কিছুই তাই। বাইরে যথেষ্ট আলো থাকলেও ভিতরে কেমন যেন

অস্বস্তিকর রকম অন্ধকার। পরিবেশটা মোটেও ভাল ঠেকছে না ওর।

'আবার দেখা হল, মানে?' একটু বিরক্তভাবেই প্রশ্ন করল জামিল। 'এর আগে আবার কখন আমাদের দেখা হলো?'

'ভিতরে ঢোকার সময়ে একবার দেখলাম, পড়ে গিয়ে উঠে আবার দেখা হলো,' গড়গড় করে বলে দাঁত বের করে হাসল সে। 'এবার বলুন আপনার কি খেদমত করতে পারি আমি?'

'সাইনবোর্ড দেখে ঢুকলাম। আমার পছন্দ হতে পারে এমন কিছু আছে আপনার কাছে?'

'কি চান আপনি?'

'কি আছে স্টকে?'

সুর করে একটা ছড়া বলল বুড়ো।

'দু'টাকায় পাবে ভাই একশিশি বড়ি,
দুঃখ, ভয়, জ্বরা, সব পিছে রবে পড়ি।
এক বোতল আনন্দ বা রস নিয়ে যাও,
লাঞ্চের সাথে তুমি যদি খেতে চাও।
বৃষ্টির হাত থেকে বেঁচে তুমি যাবে,
কুমড়োর তেল যদি মেখে নাও তবে।
হাসিরও বোতল আছে, ব্যথারও মালিশ,
দূর হয়ে যাবে যত তোমার নালিশ।
টিকটিকির লেজ থেকে তৈরি আরক,
খেলে তুমি বুঝে যাবে বিভক্তি, কারক।
ড্র্যাগনের রক্ত আর চামচিকা মিশে
ওষুধ তৈরি আছে, ভয় তবে কিসে?'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'ব্যস, ব্যস, হয়েছে—আর গুল মারতে হবে না,' চটে উঠল জামিল। 'আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছেন? ড্র্যাগনের রক্ত চেনাচ্ছেন? এটা কি সম্ভবপর কথা?'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার দাঁত বের করে হাসল বুড়ো।

'সত্যিকার নির্ভেজাল জিনিস?'

মাথা ঝাঁকাতেই থাকল সে।

ওর দিকে চেয়ে ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার চেষ্টা করল জামিল। 'ঢাকা শহরে এই প্রকাশ্য দিনের আলোয় তুমি বলতে চাও ওগুলো সব সত্যি কথা? তোমার দাঁত একটাও আস্ত থাকবে? কিছু জঞ্জাল নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসে তুমি আশা করছ আমি—আমার মত একজন প্রগতিশীল, বুদ্ধিমান—'

'তুমি একটা বোকা, হাঁদারাম। আস্ত একটা ছাগল,' শান্ত স্বরে বলল বামুন বুড়ো।

কটমট করে লোকটার দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল জামিল—ওখানেই হঠাৎ জমে গেল সে। হ্যাঁ, একেবারে আড়ষ্ট হয়ে জমে গেল। বুড়ো একটা স্প্রে তুলে নিয়ে দুবার ওর দিকে স্প্রে করেছে—ব্যস, আর নড়তে পারছে না ও। নড়তে না পারলেও বাকশক্তি হারায়নি। মনের ঝাল মিটিয়ে গাল দিয়ে চলেছে সে।

কাউন্টার ছেড়ে দোকানি ছুটে এগিয়ে এল। এবার জামিল দেখতে পেল, লোকটা লম্বায় মাত্র তিনফুট। শার্টের কোনা ধরে বেয়ে ওর কাঁধের ওপর উঠে বসল নাটা সর্দার। ঝুঁকে মুখটা একবার দেখে নিয়ে হেসে দরজার হাতল ধরা জামিলের হাত-

টার ওপর বসল। মিটিমিটি হাসছে আর পা দোলাচ্ছে লোকটা। অবাক হয়ে জামিল লক্ষ্য করল লোকটার কোন ওজনই নেই।

গালাগালির স্টক যথেষ্ট, এবং একই শব্দ দুবার ব্যবহার করে না বলে মনেমনে জামিলের গর্ব আছে। অনর্গল বকে ওর গালির ঝর্নাধারায় ভাটা পড়ল।

'কিহে, মাথামোটা প্রগতিশীল বন্ধু, কিছু প্রমাণ পেলে? ওটা হচ্ছে ভৈরবীর চুল থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে নিঙড়ে বের করা তেল। ওর প্রভাব কাটার ওষুধ তোমাকে না দিলে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তোমাকে এই গৃহেই আটক থাকতে হবে।'

তেলেবেগুনে জ্বলে চিৎকার করে উঠলো জামিল। 'ভাল চাও-তো এক্ষুণি আমার কিছু ব্যবস্থা কর, নইলে তোমাকে এমন মার দেব যে ঘিলু নড়ে যাবে। চোখে অন্ধকার দেখবে,' শাসাল সে।

মজা পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল বুড়ো।

ঝটকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল জামিল, কিন্তু পারল না। এক বিন্দুও নড়তে পারছে না সে। মনে হচ্ছে তার শরীর পাথরে পরিণত হয়েছে। আবার গালি দিতে শুরু করল জামিল। তবে এবার রাগে নয়, পরাস্ত হয়ে এখন অসহায় ভাবে গালি বকছে।

'তুমি নিজেকে খুব বড় আর বাহাদুর বলে মনে করো, তাই না?' টিটকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করল বুড়ো বামুন। 'দেখ নিজের দিকেই চেয়ে দেখ! কি পার তুমি? কিছুই না। আমি তো আমার টাক পালিশ করার কাজেও পয়সা দিয়ে তোমাকে রাখব না। আর তুমি কিনা বিয়ে করতে চাও অবস্থাপন্ন ঘরের একটা মেয়ে-

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কে! মেয়েটা তোমাকে মুখের ওপর সত্যিকথা বলে বিদায় করেছে বলে তোমার মন খারাপ। কিন্তু মিথ্যা কি বলেছে সে? বিয়ে করলে কি খাওয়াতে ওকে? চাকরি করে টাকা রোজগার করার মুরোদ নেই তোমার, তোমাকে তাড়িয়ে দেবে না তো কি মাথায় করে নাচবে? একটা নিরেট গাধা তুমি। হি, হি। আবার কিনা আমার ওপর হম্বিতম্বি করছ। গর্বে পা পড়ছে না মাটিতে।

'এখনও সময় আছে,' একটু যেন নরম হলো বুড়োর স্বর। 'মাফ চেয়ে নরম সুরে অনুরোধ করলে তোমাকে আমি বর্তমান অবস্থা থেকে রেহাই দিতে পারি, এমনকি মুড ভাল থাকলে তো-মার উপকারে আসবে এমন একটা বোতলও তোমার কাছে বিক্রি করতে পারি।'

কারও কাছে মাফ চাওয়া জামিলের স্বভাববিরুদ্ধ। সামান্য একজন দোকানীর কাছ থেকে গুঁতো খাওয়া রীতিমত সহ্যের বাইরে। কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপক্ষে। তাছাড়া এভাবে চোখে আঙুল দিয়ে তার দোষ কেউ কোনদিন দেখিয়ে দেয়নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাকে ছেড়ে দাও —কিছু একটা কিনব আমি।'

'তোমার স্বরে এখনও রাগের ভাব রয়েছে,' শান্ত গলায় বলে লাফিয়ে মেঝের ওপর নামল। ওর হাতে স্প্রেটা এখনও তৈরি রয়েছে। 'করুণা ভিক্ষা করতে হবে তোমার।'

'দয়া কর, প্লীজ?' মরমে মাটির সাথে মিশে গিয়ে কথা কয়টা উচ্চারণ করল জামিল।

কাউন্টারের কাছে ফেরত গিয়ে একটা কাগজের পুরিয়ায় কিছু

গুঁড়ো ওষুধ নিয়ে ফিরে এলো বুড়ো। দুই আঙুল দিয়ে অল্প কিছুটা গুঁড়ো তুলে নিয়ে জামিলের নাকের সামনে ধরে নস্যির মত টানতে বললো সে। দুই সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘামতে শুরু করল জামিল। এমন হঠাৎ করে আড়ষ্টতা দূর হওয়ায় প্রায় পড়ে যাচ্ছিল সে। বুড়ো বামুন তাড়াতাড়ি ওকে ধরে একটা চেয়ারে নিয়ে বসাল। হারান শক্তি আবার ফিরে আসছে জামিলের দেহে। তার সাথে এমন একটা শয়তানি করার জন্যে বুড়োকে ধরে আচ্ছা মত পিটিয়ে লাশ করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার বাস্তব বুদ্ধি বাধা দিল তাকে। এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আগে আর হয়নি। মাত্র একটি ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়েছে—আবার কোন্ ঝামেলা বাধে তার ঠিক কি?

বুড়ো বামুনের কিন্তু কোন বিকার নেই। লোকটা হাতের তালু ঘষতে ঘষতে শেলফের দিকে এগিয়ে গেল। 'হুম, এবার দেখা যাক তোমার জন্যে কি ভাল হবে। সফলতা তোমার ধাতে সইবে না—নিজের ভাবনাগুলোর রানিং কমেন্ট্রি দিয়ে চলল সে—টাকা উহুঁ, কিভাবে খরচ করতে হয় জান না তুমি। একটা ভাল চাকরি? কোন কাজের যোগ্যতা নেই তোমার।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে জামিলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল বেঁটে লোকটা। 'খুব খারাপ কেস,' মুখ দিয়ে 'চুকচুক' শব্দ করে দুঃখ প্রকাশ করলো সে। মনে মনে আরও একটু কুঁকড়ে গেল জামিল।

'নিখুঁত জীবনসঙ্গিনী! নাহ্, তুমি এতই বোকা যে ভাল মন্দ বিচার করতে পারবে না। তাছাড়া অহংকারী লোক, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, গুণের সঠিক মর্যাদাও দিতে শেখনি তুমি। আমার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মনে হয় না তোমার জন্যে আমি কিছু—দাঁড়াও।'

ঝটপট বিভিন্ন শেলফ থেকে ছয়টা বোতল আর পাত্র নামিয়ে নিয়ে দোকানের পিছন দিকে প্রায় অন্ধকার আর একটা ঘরে অদৃশ্য হল বুড়ো। তোড়জোড়ের সাথে প্রচণ্ড কাজ চলছে—খুট-খাট, কাঁচের টুংটাং আর চামচ নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে জামিল। হামানদিস্তায় কিছু পেষার শব্দ উঠল। এর পরে রাসায়নিক ক্রিয়ায় আগুন ছাড়াই টগবগ করে তরল পদার্থ ফুটতে শুরু করল—আওয়াজ পাচ্ছে সে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। চুঙ্গি দিয়ে একটা বোতলে কিছু ভরা হচ্ছে। তারপরেই একটা চার আউন্সের বোতল হাতে বিজয় গর্বে ফিরে এল বুড়ো।

'এতেই কাজ হবে।'

'কি কাজ হবে?'

'তোমাকে ভাল করবে।'

'ভাল করবে, মানে? আমার কি অসুখ করেছে নাকি? আমি তো ভালই আছি।' কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে জামিলের আত্মস্তরিতা আবার ফিরে এসেছে।

'অবুঝ হয়ো না, খোকা,' যেন ছোট্ট ছেলেকে বোঝাচ্ছে এমন সুরে বুড়ো বলল, 'নিশ্চয়ই অসুখ করেছে তোমার। মনের অসুখ। তুমি কি সুখী? জীবনে কোনদিন সুখী ছিলে? না। তবে? সেটাই ঠিক করার ব্যবস্থা করছি আমি। অর্থাৎ, তোমাকে একটা নতুন সুযোগ দিচ্ছি। কিন্তু এতে তোমার সহযোগিতা দরকার।

'তোমার অবস্থা সত্যিই খুব সঙ্গিন, বাছা। দুরারোগ্য মানসিক "রেট্রোগ্রেসিভ মেটাসাইকোসিস"-এ ভুগছ তুমি। সর্বজনীন,

সর্বকালিন বেকার তুমি—সমাজের পরগাছা—বাগদত্তা তোমাকে পছন্দ করে না, এমনকি আমিও না।'

কঠিন ভাষায় প্রচণ্ড অভিযোগের মুখে একেবারে চুপসে গেল জামিল। তোতলাতে শুরু করল সে। 'আ···আমাকে তাহলে কি···কি করতে হবে?'

লেবেল বিহীন বোতলটা ওরদিকে এগিয়ে ধরল টেকো বামুন। 'এটা নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাও। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে এর সবটা একবারে খেয়ে ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করবে। ব্যস, আর কিছু করতে হবে না তোমার।'

'কিন্তু আমার ওপর এর প্রতিক্রিয়া কি হবে?'

'তোমার শারীরিক কোন পরিবর্তন হবে না এতে। কিন্তু ভাগ্যের অনেক পরিবর্তন আসতে পারে—সবই তোমার ওপর নির্ভর করছে। তবে সাবধান। যে শক্তি তুমি পাবে তা কেবল নিজের উন্নতির জন্যেই ব্যবহার করবে। কিন্তু আত্মপ্রসাদের জন্যে, নিজেকে জাহির করার জন্যে, কিংবা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ব্যবহার করলে তোমার কপালে চরম দুর্ভোগ ঘটবে। কথাটা মনে রেখ।'

'কিন্তু জিনিসটা কি?'

'এখন কোন যোগ্যতাই নেই তোমার। আমি একটা প্রতিভা তোমাকে দিলাম। তুমি নিজেই টের পাবে সেটা কি। এরপরে তুমি প্রতিভাটাকে নিজের উন্নতির জন্যে কিভাবে ব্যবহার কর, তা সম্পূর্ণ তোমার ওপর নির্ভর করছে। এখন যাও। বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমাকে আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'কত দিতে হবে?' আচ্ছন্নভাবে জিজ্ঞেস করল জামিল।

'বোতলের ভেতরেই দাম ধরা আছে। আমার কথা মেনে চললে এক কানাকড়িও দিতে হবে না তোমার। এবার বিদায় হও। নাকি বোতল থেকে একটা জিন লেলিয়ে দেব?'

'না-না, আমি যাচ্ছি!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলো জামিল। কাউন্টারের শেষ মাথায় রাখা বোতলটার ভিতর কি যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। ব্যাপার মোটেই ভাল ঠেকছে না ওর। ওদিকে ভীত চোখে একবার চেয়ে সে বলল, 'খোদা হাফেজ।'

'খোদা হাফেজ। কিন্তু খবরদার, আমার কথা মনে রেখ।'

দোতল বোকান থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ির পথ ধরল জামিল। একবারও পিছন ফিরে চাইল না। ইচ্ছা করছে, কিন্তু সাহস হচ্ছে না।

ঘরে ফিরে নিজেই এক কাপ কফি তৈরি করে খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হল জামিল। এখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই তার কাছে আজগুবি বলে মনে হচ্ছে। হো হো করে হেসে উঠল সে। কিন্তু গলা দিয়ে তেমন জোর আওয়াজ বের হল না। অবজ্ঞার চোখে বোতলটার দিকে চাইল—তার কাছে মনে হল যেন বোতলটাও তার দিকে স্থির চোখে চেয়ে রয়েছে। বোতলের কাঁচটাই যেন কেমন অদ্ভুত রঙের। একবার শুঁকে দেখে ওটাকে তাকের ওপর রাখা আবর্জনার পিছনে ঢুকিয়ে রেখে এবার যোগাসনে বসলো জামিল। চিৎ হয়ে শুয়ে দুহাতে মাজা ঠেলে ধরে কাঁধের ওপর উল্টো হয়ে দাঁড়াল সে। একটা পুরোন কথা আছে, 'কখনও মানুষ বসে চিন্তা করে, আবার কখনও বা শুধুই বসে থাকে।' প্রথমটা খুবই সোজা,

কিন্তু জামিলের মত একজন প্রতিষ্ঠিত বেকারকেও দ্বিতীয়টা অনেক অভ্যাস করে শিখতে হয়েছে যোগের মাধ্যমে।

অল্পক্ষণ পরেই যখন সে প্রায় চিন্তাশূন্য অবস্থায় পৌঁছে গেছে, এই সময়ে বিরক্তিকর কিছু ঘটল। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সেটা উপেক্ষা করার চেষ্টা করল জামিল। কিন্তু অস্বস্তিটা রয়েই গেল। ওর কনুই-এর কাছে কিসের যেন একটা চাপ পড়ছে। মনের একাগ্র অবস্থা থেকে বাস্তবে ফিরে আসা মোটেই কাম্য নয়—তবু না পেরে শেষ পর্যন্ত কারণটা খোঁজার জন্যে বাধ্য হয়ে ওকে চোখ খুলতে হল।

বোতলটাই ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

চোখ ডলে আবার চাইল জামিল। না, চোখের ভুল নয়, বোতলটাই আছে ওখানে। তাকের ওপর থেকে নিশ্চয় গড়িয়ে পড়েছে ওটা। মেঝেতেই যখন পড়ে আছে, ওটা তখন আর দ্বিতীয়বার পড়ার সম্ভাবনা নেই বুঝে কনুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে বোতলটাকে দূরে সরিয়ে দিল সে। বাড়ি খেয়ে লাফিয়ে উঠল বোতলটা। আশ্চর্যের বিষয়, লাফিয়ে ঠিক আগের জায়গাতেই ফিরে এল ওটা। এবার আরও জোরে ঠেলা দিল জামিল। দূরের দেয়ালটার সাথে ধাক্কা খেয়ে আবার লাফিয়ে মেঝেতে একটা 'ড্রপ' খেয়ে কনুই-এর সাথে এসে লাগল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বোতল। বাড়ি খেয়ে কর্কটা খুলে গেছে। ঝাঁঝাল মিষ্টি একটা গন্ধ জামিলের নাকে ঢুকছে। একেবারে বোকা হয়ে গেছে সে—একটু ভয়ও করছে।

বোতলটা খুলে আবার গন্ধটা শুঁকে দেখল। পরিচিত একটা

গন্ধ। কিন্তু কবে, কোথায়? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। চাইনিজ রেস্টুরেন্টের মালিক হোয়াঙ-এর বাসায় এক অনুষ্ঠানে সে ওই গন্ধটা পেয়েছিল। জিজ্ঞেস করে জেনেছিল কি একটা গাছের শিকড় থেকে ধূপ তৈরি করে ওরা—ওটা নাকি মানুষকে আধ্যাত্মিক জগতে যেতে সাহায্য করে। বোতলের ভিতরকার তরল পদার্থের রঙটা গাঢ়—অনেকটা কালচে ধোঁয়ার মত। সাবধানে একটু চেখে দেখল সে। স্বাদ খারাপ না। জিনিসটা মাদক দ্রব্য না হলেও এর অদ্ভুত একটা মাদকতা আছে। এক ঢোক খেল জামিল—চমৎকার লাগছে। তৃতীয় চুমুকে বুঝল, এর তুলনা নেই। চতুর্থ চুমুক দিতে গিয়ে দেখল, আর নেই—বোতল শেষ। এবার সেই শিকড়ের নামটা মনে পড়ল তার—'কহুল'।

জামিলের পেটে তরল পদার্থটা যেন গেঁজিয়ে উঠছে। তার মনে হচ্ছে ওটা ফুলতে শুরু করেছে। উঠতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। মনে হচ্ছে ঘরটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। মাথাটা হালকা ঠেকছে। জ্ঞান হারাল সে।

জ্ঞান ফিরতে জামিল ভাবল সে স্বপ্ন দেখছে। চারপাশে অসংখ্য বিচিত্র আর অদ্ভুত চেহারার জিনিস নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, পাখা ঝাপটে সরে যাচ্ছে, উড়ছে, ভাসছে, বুকে হাঁটছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে—নরম লোমশ জিনিস থেকে রক্ত ঝরছে, বিভিন্ন ধরনের পা-বিহীন প্রাণী আর মানুষের দেহের বিভিন্ন ছেঁড়া-কাটা অংশও রয়েছে। পিলে চমকান এক দৃশ্য। মানুষের একটা হাত ওর নাকের দু'ইঞ্চি সামনে ভাসছে। ভয়ে চোখ বড়বড় করে ওটার দিকে চেয়ে রইল জামিল। মুখ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে

এস। ভাসতে ভাসতে ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেল হাতটা। বাতাসে হাতের আঙুলগুলো নড়ছে। রগ বের করা একটা গোল মত জিনিস মেঝের ওপর গড়িয়ে ওর পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা অস্পষ্ট কটকট শব্দে উপর দিকে চাইলো জামিল। দুপাটি দাঁত—মুখ নেই, শুধু দুপাটি দাঁত। ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠে আবার জ্ঞান হারাল সে।

অনেক ঘণ্টা পার হবার পর আবার জাগল জামিল। বাইরে কড়া রোদ। অনেক সময় পার হয়েছে বুঝতে পারছে। তার জ্ঞান আর দেয়াল ঘড়ি দুটোই বন্ধ হয়ে গেছে। এখন অবস্থা কিছুটা ভাল—তবে সেই ভয়ানক চেহারার জিনিসপত্রের বেশ কিছু এখনও রয়েছে। তবে এখন আর আগের মত ততটা ভয় লাগছে না। ব্যাপারটা প্রায় সয়ে এসেছে তার। সে ধরেই নিয়েছে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার, সুতরাং এ নিয়ে ভেবে আর লাভ কি। সেই বোতলের ভিতরেই হয়ত নার্ভ শান্ত করার মত কিছু ছিল। সামান্য একটু উত্তেজিত আর খুব কৌতূহলী বোধ করছে সে। চারপাশের নতুন নতুন জিনিসপত্র দেখে বেশ একটু আনন্দই উপভোগ করছে।

দেয়ালগুলো সব সবুজ। সাদা চুনকাম করা দেয়াল বদলে গিয়ে মনোরম এক রূপ নিয়েছে। শেওলা জাতীয় কিছু দিয়ে ঢেকে গেছে দেয়াল। কিন্তু মানুষ যে সবুজ শেওলা দেখে এটা সেই জাতের নয়। এগুলো অনেক লম্বা আর ঘন। অল্প নড়াচড়া সর্বক্ষণই চলেছে তবে বাতাসে নড়ছে না—বাড়ছে বলে নড়তে দেখা যাচ্ছে। আকৃষ্ট হয়ে ভাল করে দেখার জন্যে কাছে এগিয়ে গেল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

জামিল। সত্যিই দ্রুত তালে বেড়ে চলেছে গাছ। বিস্ময়কর এক দৃশ্য। এর রঙটাও পৃথিবীর সেই সবুজের মত নয়—এ এক অন্যরকম চোখ জুড়ান সবুজ। ওটা স্পর্শ করল জামিল। কিন্তু হাত সোজা দেয়ালে গিয়ে ঠেকল। হাত মুঠো করে ওটার একটা হালকা ছোঁয়া অনুভব করল সে। ঠিক যেন এক ফালি রোদের নিকষ কাল অন্ধকার ছোঁয়ার মত। ওটা ছুঁয়ে জামিলের একটা চরম আনন্দের অনুভূতি হচ্ছে। জীবনে কখনও সে এত আনন্দ উপভোগ করেনি।

মেঝের ওপর তুষার সাদা ব্যাঙের ছাতা জন্মাচ্ছে। ফাঁকগুলো ঘন ঘাসে ভরা ডেস্ক আর আলমারির গা বেয়ে লতিয়ে উঠেছে নানারকম ফুলগাছ। ফুলের পাপড়িগুলোর অবর্ণনীয় রঙ—ভীষণ সুন্দর। জামিলের মনে হচ্ছে এতদিন সে অন্ধ ছিল—কিছুই দেখতে পায়নি। শুধু তাই নয়, কালাও ছিল। এখন অনেক গোপন ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছে। পোকা মাকড়ের শব্দ আর গাছপালার সড়সড় করে বেড়ে ওঠার আওয়াজ তার কানে আসছে। চারদিকে এখন একটা নতুন সুন্দর জগৎ দেখতে পাচ্ছে জামিল। সেটা এতই নিখুঁত আর সূক্ষ্ম যে ওর চলাফেরায় যেটুকু সামান্য বাতাস নড়ছে, তাতেই ফুল থেকে পাপড়ি খসে পড়ছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ঘুরে ঘুরে দেয়ালে, বিছানার তলায়, তাকের ওপর, চেয়ারের নিচে দেখে বেড়াতে শুরু করলো সে। যেখানেই চোখ পড়ছে, সেখানেই আরও বিচিত্র, আরও নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছে। বিছানার তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে স্প্রিঙ-এর ভিতর টিকটিকির বিচিত্র কাণ্ডকারখানা উপভোগ করছে জামিল। এই সময়ে

শুনতে পেল কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে।

যেখানে প্রত্যেকটা জিনিস এত সুন্দর আর আনন্দময় সেখানে কারও অসুখী থাকার কথা নয়। উঠে দাঁড়াল জামিল। ভাল করে চেয়ে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসা ছোট্ট মেয়েটাকে দেখতে পেল সে। ওর দেহটা প্রায় স্বচ্ছ। পা ভাঁজ করে বসেছে মেয়েটা। ওর একহাতে একটা কাপড়ের খেলনা হাতি, অন্য হাতে মুখ গুঁজে কাঁদছে সে। লম্বা কাল চুল বিছিয়ে আছে ওর পিঠের ওপর।

'কি হয়েছে, খুকি?' প্রশ্ন করলো জামিল। ছোট ছেলেমেয়েদের কষ্ট সে সহ্য করতে পারে না।

মাঝ পথেই হঠাৎ থেমে গেল ওর কান্না। মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে জামিলের দিকে তাকাল। কিন্তু জামিলকে দেখছে না সে। বড় বড় ভয়-মেশান চোখে ওর পাশ দিয়ে পিছনে চেয়ে রয়েছে।

'ওহ্! কে কথা বললো!' খুব ভয় পেয়েছে বাচ্চা মেয়েটা।

'কি হয়েছে তোমার? কাঁদছো কেন?' আবার প্রশ্ন করল জামিল।

প্রতিরোধের ভঙ্গিতে হাতিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে ফুঁপিয়ে উঠলো, 'কোথায় তুমি!'

আশ্চর্য হয়ে আরও এগিয়ে গেল জামিল। 'এইতো তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। দেখতে পাচ্ছ না?'

'বিমূঢ়ভাবে মাথা নাড়ল সে। 'ভয় পাচ্ছি তো। কে তুমি?'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'ভয় নেই, তোমার কোন ক্ষতি করবো না আমি। কিন্তু তুমি কি আমাকে একেবারেই দেখত পাচ্ছে না?'

'না,' ফিসফিস করে বলল সে। 'তুমি কি ফেরেস্তা?'

হেসে উঠলো জামিল। 'আরে না!' মেয়েটার কাঁধে হাত রাখল সে। অস্ফুট শব্দ করে কুঁকড়ে সরে গেল মেয়েটা। জামিলের হাত ওর দেহের ভিতর ঢুকে আবার বেরিয়ে এল।

'ভয় পেলে?' তাড়াতাড়ি ওকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল জামিল। 'ভয় দেখাতে চাইনি আমি। সত্যিই কি তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? আমি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।'

আবার মাথা নাড়লো মেয়েটা। 'আমার মনে হয় তুমি ভূত,' বলল সে।

'তাই নাকি! আর তুমি কি?'

'আমি একটা মেয়ে,' বলল সে। 'আমাকে এখানেই থাকতে হবে, অথচ এখানে আমার কোন খেলার সাথী নেই।' ওর চোখ দুটো আবার ছলছল করে উঠল।

'তুমি এখানে এলে কি করে?' প্রশ্ন করল জামিল।

'মায়ের সাথে এসেছিলাম। এর আগে আরও অনেক বাসায় থেকেছি। আমার মা স্কুলের টিচার। এই বাসায় এসেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম। একদিন বিছানা ছেড়ে উঠে এদিকে এসেছিলাম, কিন্তু ফিরে গিয়ে দেখলাম আমি তখন বিছানায় শুয়ে আছি। সে এক আশ্চর্য ঘটনা। অনেক লোকজন এল। বিছানায় শোয়া আমাকে ওরা গোসল করিয়ে সাদা কাপড়ে মুড়ে একটা হাতলওয়ালা খাটে শুইয়ে বাইরে নিয়ে

গেল। মাও কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ওদের সাথে বেরিয়ে গেল। আমি মাকে কত ডাকলাম, আমার ডাক মা শুনতেই পেল না। সেই যে গেল আর ফেরেনি মা। এখন মা না ফেরা পর্যন্ত আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

'কেন?'

'আমাকে যে থাকতেই হবে। জানি না কেন···কিন্তু এটা জানি যে আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

'এখানে তুমি কি কর?'

'কিছুই করি না—একা বসে নানান কথা ভাবি। এখানে কিছু দিন আগে আমার সমান একটা মেয়ে থাকত। আমরা একসাথে বেশ মজা করে খেলতাম। একদিন তার মা দেখে ফেলল। তুমুল কাণ্ড করল সে। বলল, তার মেয়েকে নাকি ভূতে পেয়েছে। আমার খেলার সাথী আমাকে জিনি বলে ডাকত। বার বার সে আমাকে ডেকে বলছিল, 'জিনি! জিনি! আমার মাকে বল আমি তোমার সাথে খেলছি—কিছু হয়নি আমার!' আমি অনেকবার বললাম, কিন্তু আমার কথা ওর মা শুনতে পেল না। আমাকে দেখতেও পেল না সে। ভয় পেয়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে কেঁদেছিল ওর মা, খুব খারাপ লেগেছিল আমার। ছুটে এসে এখানে লুকিয়েছিলাম আমি। আমার কথা নিশ্চয় ভুলে গেছিল ছোট মেয়েটা। কয়েক-দিন পরে ওরা বাসা ছেড়ে চলে গেল,' করুণভাবে কথা শেষ করল জিনি।

ওর কথা শুনে জামিলের খুব খারাপ লাগল। 'শেষ পর্যন্ত তোমার কি হবে, জিনি?' ব্যথিত ভাবে জানতে চাইল সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

'ঠিক জানি না,' অনিশ্চিত স্বরে জবাব দিল মেয়েটা। মনে হয় মা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। উচিত শাস্তিই হয়েছে।'

'কেন?'

অপরাধী ভঙ্গিতে নিজের জুতোর দিকে চাইল জিনি। মা আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে বারণ করেছিল কিন্তু বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে আমার অসহ্য লাগছিল। থাকতে পারিনি আমি, মায়ের কথা না শুনে উঠে পড়েছিলাম বলেই মা আমার ওপর রাগ করেছে। কিন্তু তুমি দেখে নিও, আমার মা ঠিকই আবার আমাকে নিতে আসবে।'

'নিশ্চয় আসবে,' সান্ত্বনা দিল জামিল। গলার ভিতর কি যেন ঠেকে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে ওর। 'তুমি লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাক, খুকি। তোমার মা তোমাকে নিতে আসবেই। গল্প করার ইচ্ছা হলে আমাকে ডেকো, আশেপাশে থাকলে আমি তোমার সাথে এসে গল্প করব।'

হাসল জিনি। অত্যন্ত সুন্দর নির্মল হাসি। এতটুকু একটা মেয়ের কপালে কী দুর্ভোগ! জামা পরে ঘর থেকে বেরোল জামিল।

ঘরের বাইরেও ঘরের মতই অবস্থা। সিঁড়ির ধুলোও ছোট ছোট উজ্জ্বল হীরা-মুক্তার মত দেখাচ্ছে। একেকটার এক এক রকম রঙ। দেখতে সুন্দর নয় এমন কোনকিছুই তার চোখে পড়ছে না। বাড়ি থেকে বেরোবার মুখে একটা ঘর তালা দেয়া রয়েছে। ওই ঘরের ভাড়াটে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করার পর আর ওটা

ভাড়া হয়নি। ঘরের ভিতর কারও চলাফেরার শব্দ পাচ্ছে জামিল। সন্দেহ নেই ওই মৃত ভাড়াটেরই পায়ের শব্দ ওটা।

বাইরে বেরিয়ে এল জামিল। পাশের বাগানে একটা ছেলে ও একটা মেয়ে বসে আছে। থমকে দাঁড়িয়ে ওরা কি বলছে শোনার চেষ্টা করল জামিল। ওদের দেহ ভেদ করে পিছনের গোলাপ গাছটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। ক্ষীণভাবে ওদের গলা শুনতে পেল। মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে ওদের কথা।

ছেলেটা বলছে, 'একটাই পথ আছে।'

'অলক্ষুণে কথা বল না, শাহেদ,' প্রতিবাদ করলো মেয়েটা।

'তুমিই বল, তবে এখন কি করব আমরা। তিন বছর ধরে লোকটা আমাদের পেছনে লেগে রয়েছে। আমাদের বাগানের সবগুলো ফল-মূল সে চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে লোকটাকে ধরতে পারছি না, যে-কারণে কেউ আমাদের কথা বিশ্বাসও করছে না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুফিয়া বললো, 'ঠিক আছে, শাহেদ। তোমার কথা মতই দু'জনে একসাথে গিয়ে একটা ফলের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেব। যাতেওটা খেলে সে মরে যায়। তাহলে আর কোনদিন লোকটা ফল চুরি করতে পারবে না।'

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। হঠাৎ জামিল দেখল প্রথম যেমন দেখেছিল ঠিক সেই অবস্থায় ফিরে গেছে ওরা।

ছেলেটা বলল 'এই একটাই পথ আছে।'

'অলক্ষুণে কথা বল না, শাহেদ'···সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি চলল কেটে যাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের মত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অস্থির পায়ে এগিয়ে চলল জামিল।

ধীরে ধীরে সে উপলব্ধি করতে পারছে আসলে কি ঘটেছে। দোকানের বামুন বুড়ো একটা প্রতিভার কথা বলেছিল—পাগল হয়ে যায়নি তো সে? কিন্তু নিজের মধ্যে পাগলামি অনুভব করছে না জামিল। বোতলের ওষুধ খেয়ে ওর চোখ খুলে গেছে। পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু এ কোন্ জগৎ?

এখানে ভূত-প্রেত, জিন, আত্মা, এসবের বাস রয়েছে। ঠিক বই-এ পড়া গল্পের মতই। সবাই এসব গল্প শুনেছে। জোর গলায় অস্বীকার করলেও অনেকের মনেই সন্দেহ থেকে যায়—হয়ত হলেও হতে পারে। কিন্তু তাতে জামিলের কি? ওর সাথে এসবের কি সম্পর্ক?

কয়েকটা দিন কেটে গেল। নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে এখন আর জামিল মাথা ঘামায় না। তাকে একটা বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যার ফলে সে ভূতের রাজ্যের সব কিছুই দেখতে পায়। ওদের গাছ-গাছড়া পর্যন্ত। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে ভূতের রাজ্যের কেউ তাকে দেখতে পায় না। আরও একটা জিনিস সে লক্ষ্য করেছে বাবারও যেমন বাবা আছে ঠিক তেমনই ভূতেরও ভূতের ভয় আছে।

এবার জামিলকে ভেবে বের করতে হবে এই বিশেষ ক্ষমতা কিভাবে কাজে লাগান যায়। এসব কথা লিখে বা কাউকে বলে কোন লাভ নেই। কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না।

তাহলে কি করবে সে?

কোন বুদ্ধিই আসছে না ওর মাথায়। এমন কারও কথা তার

মনেও আসছে না যার কাছে বুদ্ধি চাওয়া যায়। হঠাৎ সাতদিনের দিন একজনের কথা ওর মনে পড়ল। ওই লোকটার কাছে গেলে হয়ত একটা পথ সে বাতলে দিতে পারবে।

দোতল বোকান।

হ্যাঁ, ওখানেই আবার যাবে সে। জিনির জন্যে একটা ছবি আর ছড়ার বই কেনার উদ্দেশ্যে নিউ মার্কেটে এসেছিল জামিল। তাড়াতাড়ি বই কেনা সেরে বাড়ির পথে ধরল। রামপুরা রেল ক্রসিং পার হয়ে দোতল বোকানের সামনে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। জায়গাটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। দোতল বোকানের কোন চিহ্নমাত্র নেই।

পুরো দু'মিনিট ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল জামিল। চিন্তা করতেও ভুলে গেছে যেন। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে আশেপাশে ভাল করে খুঁজে দেখল। কিন্তু না—কোথাও নেই। একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে দোকানটা। ভৌতিক কাণ্ড।

সেই দিনই বিকেলে জিনির সাথে বসে গল্প করছে জামিল। একটা মানুষের পা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ওর দিকে এগিয়ে এল। পা-টা হাঁটু থেকে কাটা, লোমে বোঝাই। ভয়ে পিছিয়ে গেল জামিল। কিন্তু জিনি শান্ত ভাবে ওটাকে একটু ঠেলে জানালার দিকে পাঠিয়ে দিল। পা-টা জিনির হাতের ছোঁয়ায় বাঁকা ধীর গতিতে সরে গেল। কাঁচের জানালাটা বন্ধ ছিল। কিন্তু সরু ফাঁক গলে সিগারেটের ধোঁয়ার মত বেরিয়ে ওপাশে আবার পা-এর আকার নিল ওটা। তারপর বেলুনের মত উড়তে উড়তে চলে গেল।

'সাংঘাতিক ব্যাপার!' উত্তেজিত স্বরে বললো জামিল। 'ওটা কি?'

হাসল জিনি। ওগুলো তো সব সময়েই বাতাসে উড়ে বেড়ায়। তুমি কি ভয় পেয়েছ? প্রথম প্রথম আমিও ভয় পেতাম—এখন সয়ে গেছে। কারও ক্ষতি করে না ওরা।'

'কিন্তু জিনিসটা কি?'

'পার্টস।' গম্ভীর স্বরে বলল জিনি। জ্ঞান দিতে পেরে সে মনে মনে বেশ খুশি।

'কিসের পার্টস?'

'ওহ, তুমি জান না? একেবারে বোকা তুমি! দেখতে না পেলেও জামিলের সাথে জিনির বেশ একটা মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠছে। ওগুলো মানুষের বিচ্ছিন্ন পার্টস। আমার মনে হয় এটা এক ধরনের খেলা। কেউ যদি কোন দুর্ঘটনায় চোট পেয়ে কোন অঙ্গ হারায়—একটা আঙুল বা কান বা অন্য কিছু—সেই হারান পার্টস ওই লোকের শেষ ঠিকানায় গিয়ে হাজির হয়। যতদিন না মালিক ওটা সংগ্রহ করার জন্যে ফিরে আসে, ততদিন ওখানেই অপেক্ষা করতে হয় ওকে। তবে খুব ধীর গতিতে চলে এসব পার্টস।'

'সর্বনাশ!' বলে উঠল জামিল। 'সবার ক্ষেত্রেই কি একই ব্যাপার ঘটে?'

'ঠিক জানি না। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষকেই একটা বিশেষ জায়গায় অপেক্ষা করতে হয়—আমার মত। তবে আমার ধারণা কেউ যদি আটকে থাকার মত কোন কাজ না করে, কেবল তবেই ঘুরে ঘুরে যা খুইয়েছে সেগুলো সংগ্রহ করার অধিকার পায়।'

আজব খেলা বটে।

The Online Library of Bangla Books BANGLA BOOK .ORG

কয়েকদিন থেকেই জামিল লক্ষ্য করছে একটা ভূত রোজ রামপুরায় ওদের বাসার আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। ওর চেহারা দেখে জামিলের মনে হয়েছে ওকে যেন সে আগেও কোথাও দেখেছে। গোবেচারা চেহারা—সব সময়েই নাকি কান্না কানছে সে। বোঝা যায় ওর মনে অনেক দুঃখ। কয়েকবার ওর পাশ দিয়েও গেছে জামিল, কিন্তু লোকটা তাকে দেখতে পায়নি। ভূতেরা কেউই তাকে দেখতে পায় না এটা বুঝে নিয়েছে সে। মনে মনে ঠিক করল ওর সাথে পরেরবার দেখা হলে সে কথা বলবে।

পরদিন বাসা থেকে বেরিয়ে মোড়ের কাছে অপেক্ষা করছিল জামিল। ঠিক সময় মতই এসে হাজির হল সেই পরিচিত চেহারার ভূত।

কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বলল, 'ও ভাই, শুনুন?'

ভয়ানক চমকে উঠল লোকটা। ছুটে পালাবে কিনা ভাবছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না সে।

'ভয়ের কিছু নেই,' শান্ত গলায় বলল জামিল। 'আপনার অনিষ্ট করব না আমি।'

'কে আপনি?'

'বললেও আমাকে চিনবেন না,' জবাব দিল সে। 'আপনাকে রোজই দেখি এখানে, মনে হয় যেন কিছু খুঁজছেন। কাঁপুনি থামিয়ে খুলে বলুন তো ব্যাপারটা কি? আমি আপনার ভাল চাই বলেই জিজ্ঞেস করছি।'

ভূতের রুমাল দিয়ে ভুতুড়ে মুখটা মুছে নিল সে। তারপর অস্বস্তি ভরে বলল, 'কয়েক বছর কারও সাথে কথা হয়নি আমার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আমি এখন ঠিক আগের মত স্বাভাবিক নেই।'

'কয়েকদিন থেকেই দেখছি আপনি রোজই এখানে আসেন। কাউকে খুঁজছেন?'

এতদিন পরে কারও সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়ে কিছুটা সহজ হল লোকটা। 'হ্যাঁ, খুঁজছি ঠিকই, নিজের বাসাটা খুঁজছি আমি।'

পাগলের পাল্লায় পড়ল নাকি? ভূতদের মধ্যেও হয়ত পাগল আছে। অসম্ভব কি।

'এতদিন ধরে নিজের বাসা খুঁজছেন? আপনার কি মাথা খারাপ?'

'না, আসলে আমার স্মৃতিভ্রম হয়েছে। আমি কে, কোথায় থাকি কিছুই মনে করতে পারছি না আমি।'

'কি করে এমন হল?'

'সকালে কাজে বেরিয়েছিলাম, বড় রাস্তায় উঠে দেখলাম একটা বাচ্চা ট্রাকের তলায় চাপা পড়তে যাচ্ছে। ওকে বাঁচাতে ছুটে গেলাম। ট্রাকটা ওর কাছে পৌঁছানোর আগেই ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম—কিন্তু নিজে সরতে পারলাম না। ট্রাকের ধাক্কায় চিৎ হয়ে উলটে পড়লাম। মাথার পিছন দিকটা প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেল মাটির সাথে। তারপর আর কিছু মনে নেই।' রুমাল দিয়ে আবার নিজের মুখ মুছল লোকটা। 'আমাকে চেনে এমন কোন লোককেও খুঁজে পাচ্ছি না।'

জামিলের সবই মনে পড়ছে এখন। লোকটাকে চেনা চেনা মনে হবার কারণ এবার বুঝতে পারল সে। বিশ বছর আগে মালি-

বাগের মোড়ে এই লোকটাই তাকে ট্রাক চাপা পড়া থেকে বাঁচিয়েছিল। তাকে বাঁচাতে গিয়েই লোকটা সেদিন মারা পড়েছিল। ওর বয়স তখন মাত্র আট। খুব কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু করার কিছুই ছিল না তার। লোকটার বুক পিষে দিয়ে চলে গিয়েছিল ট্রাক—থামেনি। জামিল বুঝতে পারছে রাস্তার ওপর জোরে মাথা ঠুকে যাওয়াতেই স্মৃতি হারিয়েছে লোকটা। কিন্তু ভূতেরও যে এমন হতে পারে ভাবতেই পারেনি সে।

'আপনি বলছেন বাসা থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা যে কোথায় তা আমার মনে নেই।'

মানুষের স্মৃতিভ্রম হলে তাকে পরিচিত জায়গায় নিয়ে গেলে অনেক সময়ে স্মৃতি ফিরে আসে। ভূতের বেলাতেও এই নিয়ম খাটবে কিনা জানে না জামিল। তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই।

'যেখানে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল সেখানে নিয়ে গেলে আপনার স্মৃতি ফিরবে বলে মনে হয়?'

'হতে পারে, কিন্তু সেখানে কে নিয়ে যাবে?'

'আমাকেই ছেলেবেলায় আপনি বাঁচিয়েছিলেন মালিবাগ মোড়ে। কোন লাভ হবে কিনা জানি না, তবে আপনাকে দুর্ঘটনার জায়গায় নিয়ে যেতে পারি আমি।'

'তুমিই সেই ছেলে? আশ্চর্য যোগাযোগ তো? কিন্তু আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, আমাকে নিয়ে যাবে কি করে?'

'আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি আপনার পাশাপাশি হাঁটব

আর কথা বলে ডিরেকশান দিয়ে যাব—কোন অসুবিধা হবে না।'

হাঁটতে শুরু করল ওরা। রাস্তার লোকজন জামিলকে একা একা কথা বলতে দেখে অবাক হয়ে চাইছে ওর দিকে। নিশ্চয় ওরা তাকে পাগল ভাবছে। ভাবুক। যে লোক নিজের জীবন দিয়ে তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে, তার জন্যে এটুকু অন্তত তার করা উচিত।

'বাড়িতে কে কে আছে মনে আছে আপনার?' প্রশ্ন করল জামিল। 'হ্যাঁ, তা মনে আছে। বৌ ছাড়া আর কেউ নেই আমার। আমাদের কোন ছেলেমেয়ে হয়নি। মাত্র বিয়ে করেছিলাম আমরা।'

রামপুরা থেকে মৌচাক মার্কেটের কাছে এসে লোকটাকে বাম দিকে মোড় নেয়ার নির্দেশ দিল জামিল। মালিবাগ মোড়ে পৌঁছে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা ওকে দেখাল জামিল। কিন্তু তবু স্মৃতি ফিরল না ওর।

'নিশ্চয় এখানেই আশেপাশে কোথাও আপনার বাসা,' বলল জামিল। 'চলুন মালিবাগের ভিতরে ঢুকে একটু খুঁজে দেখা যাক।'

চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলেছে লোকটা। জামিলও ওর সাথেই রয়েছে কিন্তু এখন আর কোন নির্দেশ দিচ্ছে না। লোকটাকে নিজের ইচ্ছা মতই চলতে দিচ্ছে সে। হঠাৎ লোকটার চলার গতি একটু বেড়ে গেল। চোখ মুখের চেহারাও কিছুটা বদলেছে। হয়ত কিছু কিছু জায়গা তার চেনা ঠেকছে। তবে বিশ বছরে অনেক পালটেছে মালিবাগ। একটা বাসার সামনে এসে

থমকে দাঁড়াল সে। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর মুখ।

'এইতো। এটাই আমার বাসা।' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল সে। 'সব মনে পড়ছে আমার। সোবহান শিকদার আমার নাম। ওহ্ কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব, বুঝে পাচ্ছি না। আমাকে বাঁচিয়েছ তুমি।' জীবনে কাউকে এত খুশি হতে দেখেনি জামিল। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

'তুমি কি চলে গেলে—নাকি এখনও আছ?' জামিলের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বলে উঠল সে।

'না, যাইনি,' জবাব দিল জামিল।

'বল তুমি কি চাও? তোমার কি উপকার করতে পারি আমি?'

'নিজের জীবন দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন আপনি। এরচেয়ে বড় উপকার আর কি হতে পারে? আপনি স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন, এতেই আমি সুখী। আপনার কাছ থেকে আর কিছু চাই না আমি।'

'একটু দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি,' বলে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল সে। অল্পক্ষণ পরেই একটা চাবি নিয়ে ফিরে এল সে।

'ব্যাঙ্কের লকারের চাবি এটা। লকারে আমার দশ হাজার টাকার সোনা রাখা আছে। এটার কথা কেউ জানত না—বৌ-কেও জানান হয়ে ওঠেনি। এখন তো আর টাকা দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না—আমি চাই টাকাটা তোমার কাজে লাগুক।'

ঠিকানামত ব্যাঙ্কে গিয়ে লকার খুলে সোনা নিয়ে আসায় খুব বেশি ঝামেলা হলো না। তখনকার দিনের দশ হাজার টাকার সোনার দাম এখন অনেক। বায়তুল মোকাররমে নাজু জুয়েলার্সে সোনা বিক্রি করে প্রায় তিন লাখ টাকা পেল জামিল।

এর পর থেকেই মোটামুটি বেশ ভাল অবস্থা হয়ে গেল ওর। নতুন জামা কাপড় বানিয়ে ফিটফাট হয়ে মতিঝিলে একটা চেম্বার খুলে বসল সে। নতুন ফার্নিচার, মহিলা সেক্রেটারী—এলাহি কাণ্ড। বাইরে সাইন বোর্ড ঝুলছে:

প্রফেসর জামিল
প্রেততত্ত্ব বিশারদ

পরলোকগত কারও সাথে যোগাযোগ করতে হলে প্রফেসরের সাথে দেখা করুন।

অল্পদিনেই পসার জমে উঠল। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল তার নাম। বড়লোক মহলের খদ্দেরই ওর বেশি। দুহাতে টাকা কামাতে শুরু করল সে। মৃত আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ করা জামিলের জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ। বেশির ভাগ ভূতই পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক রাখতে, আর কারও সাথে কথা বলার অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে থাকে। এই কারণেই 'প্ল্যানচেট' বা অন্যান্য মাধ্যমে অনেকে একটু ধৈর্য নিয়ে চেষ্টা করলেই পরলোকের আত্মার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। পরপারে যারা গেছে তাদের খুঁজে পাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তবে কিছুকিছু লোক যারা পৃথিবীতে তেমন কোন গুরুতর অপরাধ করেনি, তারা কোন চিহ্ন না রেখেই অদৃশ্য হয়; ওরা যে কোথায় যায় তার খোঁজ জামিল এখনও পায়নি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই মরার পরে 'পার্টস' সংগ্রহ করতে, আর ভাল কাজ করে নিজের করা অন্যায়গুলো শোধ করতে অনেক সময় লেগে যায়। জামিলের

ধারণা এখান থেকেই ভাগ্যের উৎপত্তি। বিনা কারণে কেউ কিছু পায় না।

দৈবাৎ কারও ভাল কিছু হলে বুঝতে হবে অতীতে তার প্রতি অন্যায় করেছে এমন কোন ভূতই এর ব্যবস্থা করেছে। তবে এমনও হতে পারে তার বাবা কিংবা দাদার প্রতি অন্যায়ের প্রতিদান কেউ দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সব সমান হয়ে যায়।

দু'টো ভূতের সাথে খাতির হয়েছে ওর। জামিলের দূত হয়ে কাস্টমারের আত্মীয়দের খুঁজে বের করতে ওরা সাহায্য করে। ওদের একজনের নাম নাজির। দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল সে—কয়েকটা খুনও করেছে। অন্যজন একজন প্রফেসর—চ্যারিটি ফাণ্ড-এর টাকা মেরে এখন শোধ দিচ্ছে।

জামিলের বেশ ভালোই দিন কাটছে বিরাট মার্সিডিস গাড়ি কিনেছে। বনানীতে বাড়ি। কিন্তু তবু মানসিক শান্তি পাচ্ছে কই? অবসর সময়ে তার রিনির কথা মনে পড়ে। রিনি তাকে খুব বকে দিয়েছিলো। বলেছিলো ওর দ্বারা নাকি কোনদিন কিছু হবে না। সেই কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে। ওকে দেখিয়ে দিতে হবে সে কি পারে। আর তার বন্ধু-বান্ধবের দলকেও সে দেখিয়ে দেবে—যারা তাকে সবসময়ে নিচু চোখে দেখত।

দোতল বোকানের সেই বুড়োটার কথাও জামিলের মনে আছে। লোকটা তার এই বিদ্যা বড়াই করা বা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু ক্ষমতা পেয়ে জামিলের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে এখন। ইচ্ছা করলে অফিসে বসেই বা প্রফেসরকে দিয়ে এক মিনিটেই যে-কোন মানুষের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জেনে নিতে পারে। ইচ্ছা করলে যা খুশি তাই সে করতে পারে। কিন্তু তার বন্ধু বান্ধবরাই যদি তাকে পাত্তা না দেয় তবে তার এত ক্ষমতা পেয়ে কি লাভ হল?

একদিন সন্ধ্যায় স্যুট পরে ফিটফাট হয়ে মার্সিডিস নিয়ে নিউ হ্যাভেনে গিয়ে হাজির হল জামিল। প্রতি সন্ধ্যায় ওখানেই আড্ডা দেয় তার বন্ধুরা। গুলিস্তানের পাশে রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি পার্ক করল সে। ভিতরের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ইচ্ছে করেই অকারণে গাড়ির মিউজিকাল হর্নটা একবার বাজাল। তার পরে ডাঁটের সাথে একটা স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট ধরিয়ে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট আর দামী ইলেকট্রনিক লাইটারটা এমন ভাবে হাতে নিল যেন সবাই দেখতে পায়। আড়চোখে সে লক্ষ্য করল তার এক বন্ধু ফিরোজ দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে তার গাড়িটা দেখে গেল।

ফিরোজকে তার আগমন বার্তাটা অন্যান্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার সুযোগ দিয়ে একটু দেরি করেই ভিতরে ঢুকলো সে।

কোনায় তাদের জন্যে নির্ধারিত টেবিলেই বসে আছে তার বন্ধুরা। সবাই চোখ তুলে ওর দিকে চাইল—কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। ওকে স্বাগতও জানাল না কেউ। বেশ দুঃখ পেল জামিল। এতদিন পরে সে এসেছে, ওদের একটু হৈ-চৈ করা উচিত ছিল।

ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল জামিল। 'কি ব্যাপার, স্যুট পরা দেখে চিনতে পারছ না আমাকে?'

'ওরকম হারামের পয়সায় সবাই স্যুট কিনতে পারে,' বলে উঠল সেলিম। ও চিরকালই একটু ঠোঁটকাটা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

'তোর দালালীর ব্যবসা কেমন চলছে, সেলিম?' পাল্টা আক্রমণ করল জামিল। ইণ্ডেন্টিং ব্যবসা আছে ওর।

'তোর মত লোক-ঠকিয়ে পয়সা বানালে এতদিন লাল হয়ে যেতে পারতাম,' ক্ষোভের সাথে জবাব দিল সেলিম। 'সবাই কি আর অত নীচে নামতে পারে?'

'তার মানে?'

'কেটে পড় বাছা,' বলল আলম। 'তোমার ভুয়ো ক্রিস্টাল বল নিয়ে থাক তুমি। বোকা সরল লোকগুলোকে ঠকিয়ে খাচ্ছ, তাই কর গিয়ে। এখানে বড়লোকি চাল দেখাতে এস না। এখানে আমরা সবাই খেটে পয়সা রোজগার করি।'

'তোমাদের ধারণা আমি বুজরুকি করে পয়সা কামাই?' চটে উঠল জামিল। কেউ বিশ্বাস করছে না ওকে।

'তা নয় তো কি?' আলমকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলে উঠল সেলিম। 'তোর র‍্যাকেটের কথা আমাদের আর জানতে বাকি নেই। মৃত আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ! ওসব গুল-গপ্প অন্যখানে চালাস—এখানে না!'

'আমি গুলগপ্প মারছি, না? জানিস আমি ইচ্ছে করলে খাড়া দুপুরে তোর কাঁধে মামদো ভূত চাপিয়ে দিতে পারি?'

'জুজুর ভয় আর কাউকে দেখাস, সেলিমকে না।' নিজের বুকে টোকা দিয়ে বলল সেলিম। 'ওসব ভূত-প্রেত আমি বিশ্বাস করি না।'

'তাই নাকি?' জামিলের মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। 'এখন বিশ্বাস করিস না, কিন্তু নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস করবি তো?'

'আমি বাজি রেখে বলতে পারি তুই দেখাতে পারবি না।'

'ঠিক আছে, আজ রাতেই তোকে ভূত দেখিয়ে আনি চল।'

'ঠিক আছে, এক হাজার টাকা বাজি। আলমের কাছে টাকা জমা রাখ।'

সাথে টাকা নিয়েই বেরিয়েছিল জামিল। দু'টো পাঁচশ টাকার নোট বের করে আলমের হাতে দিল সে।

সেলিম ভাবেনি জামিল সত্যিই সিরিয়াস। কিন্তু পিছপা হবার লোক সে নয়। হাত থেকে ওমেগা ঘড়িটা খুলে জমা রাখল সে। 'দোস্ত, হাজার টাকায় বেশ কয়েকদিন মজা করে আমাদের খাওয়া-দাওয়া চলবে, কি বলিস?'

এতক্ষণ পরে আনিস মুখ খুলল। একটু ভীতু প্রকৃতির মানুষ সে। 'আমার কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও ভাল ঠেকছে না,' আপত্তি তুলল সে। 'এসব জিনিস নিয়ে হাসি তামাশা করা ঠিক না। আমাদের দেশের বাড়িতে—'

'রাখ তোর দেশের বাড়ি,' ওকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিল সেলিম। 'ওসব বুজরুকি বিশ্বাস করি না আমি।'

জামিলের সাথে গাড়িতে উঠে বসল সেলিম।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছাড়তেই সেলিম প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

ওকে যে কোথায় নিয়ে যাবে তা নিজেও জানে না জামিল। 'একটু সবুর কর,' বলল সে। 'কোথায় নিয়ে যাই তা নিজেই দেখতে পাবি। উচিত শিক্ষাই তোর হবে আজ।' প্রেস ক্লাবের সামনে এসে হঠাৎ গাড়ি থামাল জামিল। হাসি ফুটে উঠল

The Online Library of Bangla Books BANGLA BOOK.ORG

সেলিমের মুখে। 'শেষ পর্যন্ত হার মানলি তাহলে ?'

'এত সহজে রেহাই নেই তোর,' জবাব দিল জামিল। 'আমার কিছু প্রিপারেশন নিতে হবে, তুই পিছনের সীটে গিয়ে বস।'

জামিলের পাশেই উঠেছিল সে, এবার দরজা খুলে পিছনে গিয়ে বসল।

গাড়ি ছেড়েগ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে সুপারসনিক বাঁশিটা বের করে ফুঁ দিল জামিল। অল্পক্ষণ পরেই গাড়ির জানালা গলে ভিতরে ঢুকল প্রফেসর। 'কি ব্যাপার জরুরী তলব কেন।' প্রশ্ন করল সে।

'গাড়ির পিছনে বসা লোকটাকে ভূত দেখাতে হবে, নিচু স্বরে বিড়বিড় করে বলল জামিল কোন পাজি ভূতের ঠিকানা জানা আছে তোমার ?'

'হাইকোর্ট মাজারের পিছনে পুরনো হাইকোর্ট দালানের করিডরে এ তল্লাটের সবচেয়ে রাগী আর ভয়ঙ্কর ভূতটা থাকে। ওর নাম পেটপোড়া মন্টু। কিন্তু সাবধান! ভূতেরাও ওকে ভয় পায়। সহজে আমরা কেউ ওর কাছে ভিড়ি না।'

'ঠিক আছে, ওকে দিয়েই কাজ হবে আমার।'

'রোজ রাত বারটায় বিকট মূর্তি ধারণ করে সে—খুব সাবধান।'

'ভয় নেই আমি সাবধান থাকব।'

সামনে ঝুঁকে আসে সেলিম। 'কার সাথে বিড়বিড় করে কথা বলছিস ?' প্রশ্ন করল সে। 'ভাবিস না তোর ওইসব ভড়ং দেখে আমি ভয় পাব। ভূত কখন দেখাবি ?'

'ঠিক রাত বারটায়,' গম্ভীর স্বরে বলল জামিল। 'আজ রাতের পর ভূত দেখার শখ তোর চিরদিনের তরে মিটে যাবে।'

রাত সাড়ে এগারটায় হাইকোর্ট মাজারে ঢুকল ওরা। শনিবার লোকজনের সংখ্যা খুব কম। যারা মাজার জিয়ারত করতে এসেছিল তারা সবাই প্রায় চলে গেছে। মাজার পেরিয়ে পুরনো হাইকোর্টের সাঁদা দালানটার দিকে এগিয়ে গেল ওরা। অকারণে হঠাৎ সেলিমের গা-টা ছমছম করে উঠল।

পৃথিবীর কিছু মানুষ মরার পরেও খারাপই থেকে যায়। জীবনে তারা এতই অপকর্ম করেছে যে তারা জানে ভাল কাজ করে তা শোধ করতে হলে প্রায় অনন্তকাল লেগে যাবে। হাল ছেড়ে দিয়ে ওরা খারাপ কাজই করে যেতে থাকে—মানুষের অনিষ্ট করে এরা একটা পৈশাচিক আনন্দ পায়—কোনদিন এরা মুক্তি পায় না। পেটপোড়া মন্টু ওই দলের ভূত। আসলে সেলিমের সত্যিকার কোন ক্ষতি জামিল চায় না। ওকে কেবল একটা উচিত শিক্ষা দেয়াই ওর মূল উদ্দেশ্য।

বারান্দায় উঠে এল ওরা। ভিতর দিককার করিডরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। জামিলের জন্যে অবশ্য এতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ভূতের রাজ্যের গাছপালা আর বিভিন্ন বিচিত্র জিনিসের নানা রঙের আলোয় সে সব কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ভারি শ্বাস ফেলছে সেলিম।

ইলেকট্রনিকস ঘড়িতে সময় দেখল জামিল। বারটা বাজতে দু'-মিনিট বাকি। 'এবার তুই একা এখানে কিছুক্ষণ থাক,' ওর কাঁধে চাপড় মেরে বেরিয়ে এল সে। কিন্তু এক মিনিট পরেই আবার অন্ধকারের মধ্যে চুপিসারে ভিতরে ঢুকল সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

করিডরের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেলিম। বোঝা যাচ্ছে ভয় পাচ্ছে সে—কিন্তু তবু সাহস করে বা জিদ করেই দাঁড়িয়ে আছে। সেলিমকে ডানপিটে বলেই জানে সবাই, কিন্তু ওর যে এত সাহস তা ভাবতে পারেনি জামিল। তার নিজেরই বুকের ভিতরটা কেমন ঢিপঢিপ করছে। সে জানে পেটপোড়া মন্টু কেন, কোন ভূতই তাকে দেখতে পাবে না—তবু তার ভয় করছে।

এই সময়ে করিডরের মুখে পেটপোড়া মন্টুকে দেখা গেল। হাজি সাহেবদের মত বিরাট ঢোলা সাদা আলখাল্লা রয়েছে ওর গায়ে। মাথা ভরা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল। গাল ভরা কাল দাড়ি। ওর বলিষ্ঠ নগ্ন হাত দু'টো আলখাল্লা থেকে বেরিয়ে রয়েছে। ওর চোখ দু'টো টকটকে লাল। কিন্তু চোখের ভিতর থেকে কেমন একটা সবুজ আভা বেরুচ্ছে। লম্বা লম্বা দাঁতগুলো হলুদ। ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় একটা প্রলয় যেন এগিয়ে আসছে।

পাথর হয়ে জমে দাঁড়িয়ে আছে জামিল। ওর উপস্থিতি টের পেল না পেটপোড়া মন্টু—সোজা সেলিমের দিকে এগিয়ে গেল সে। দূরে ঢংঢং করে বারটা বাজার ঘন্টা পড়ল। শেষ ঘন্টাটা পড়ার সাথে সাথেই বিকট হুঙ্কার ছাড়ল মন্টু। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত-পা ছুড়ে তাণ্ডব নাচ নাচছে সে। ওর সাদা আলখাল্লা বাতাসে উড়ে আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

ভয় কাটিয়ে নিঃশব্দ পায়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল জামিল। তার দেরি হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ততক্ষণে সেলিমকে ধরে ফেলেছে পেটপোড়া ভূত। বিস্ফারিত চোখে ওর সাথে যুঝছে সেলিম। মন্টুর কানের কাছে মুখ নিয়ে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ছেলেবেলায় খেলার সাথীকে দরজার আড়াল থেকে ভয় দেখানোর মত করে চিৎকার করল :

'ভউ!'

সেলিমকে ছেড়ে ভয়ে চিৎকার করে শূন্যে দশ ফুট লাফিয়ে উঠল মন্টু। তারপরেই ঝড়ের বেগে ছুটে পালাল সে। ভূতেরও ভূতের ভয় আছে দেখে জামিলের হাসি পাচ্ছে। ব্যাটা অসম্ভব ভয় পেয়েছে।

সেলিম নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভয়ের চিহ্ন মুছে গিয়ে স্বাভাবিক হয়েছে ওর চেহারা। ধপ করে হঠাৎ বসে পড়ল সে। খুব অল্পের জন্যে সবদিক রক্ষা হয়েছে। আর একটু দেরি হলে কি ঘটত বলা যায় না। সেলিম মাথা নিচু করে নিজের পায়ের দিকে চেয়ে বসে আছে। ওর মুখটা ঘামে ভিজে গেছে।

'এবার শিক্ষা হয়েছে তো তোর?' উত্তেজিত স্বরে কথাটা বলে ওর দিকে এগিয়ে এল জামিল। নড়ল না সেলিম। সম্ভবত এখনও ধাক্কাটা পুরো সামলে উঠতে পারেনি।

'যথেষ্ট হয়েছে, এবার ওঠ! ওই ব্যাটা খুব হারামী—একটু পরেই আবার হয়ত ফিরে আসবে সে।'

তবু নড়ল না সেলিম।

'সেলিম।'

কোন সাড়া নেই।

'সেলিম!' ওর কাঁধ ধরে ঠেলা দিলো জামিল। এক পাশে পড়ে গিয়ে স্থির হয়ে রইল ওর দেহ। মারা গেছে সে।

অল্পক্ষণ মুখ দিয়ে কথা সরল না ওর। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল, 'সেলিম! ওহ, এ আমি তোর কি করলাম!'

এক মিনিট পরে উঠে দাঁড়াল জামিল। কিছু একটা ঘটছে। দু'হাতে চোখ কচলাল সে। হ্যাঁ, ঠিক তাই—অন্ধকার হয়ে আসছে। ভূতের জগতের আলোগুলো কমে আসছে—দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে সব—

কই এমন তো আগে কখনও ঘটেনি!

কিন্তু এখন ঘটছে। জলদি তাকে এখান থেকে বেরুতে হবে।

দোতল বোকানের সেই ওষুধের প্রভাব কেটে যাচ্ছে। সেলিমের মৃত্যুর পরে এখন তো আর ওষুধ কাজ করছে না। এটাই কি তার নির্দেশ মেনে না চলার ফল? বোতলের দাম এবার শোধ করতে হবে তাকে?

আলো প্রায় নিভে গেছে। কিছুই আর দেখতে পাচ্ছে না সে। এখান থেকে বেরুবার পথ কোন্ দিকে? সবুজ আভার চোখের মত ও দুটো কি?

পেটপোড়া মন্টু! এখান থেকে বেরুতে হবে তার।

সে এখন ভূত দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু ওরা এবার তাকে ঠিকই দেখতে পাবে। মরিয়া হয়ে ছুটল জামিল। দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল তার। দরদর করে রক্ত গড়াচ্ছে ওর কপাল বেয়ে। আবার ছুটল সে। আর একটা দেয়ালে ঠুকে গেলো মাথা, দরজাটা কোথায়? চিৎকার করে আবার ছুটলো জামিল। সেলিমের দেহে হোঁচট খেয়ে উড়ে গিয়ে আবার দেয়ালের ওপর পড়ল সে। মাথার চাঁদি থেঁতলে গেল। পড়ে গেল সে—আর উঠতে পারল না।

হো হো করে অনবরত হেসে চলেছে পেটপোড়া মন্টু।

সকালে ওদের মৃতদেহ পাওয়া গেল। অ্যাম্বুলেন্সে করে ওদের মেডিক্যাল কলেজ মর্গে নিয়ে যাওয়া হল।

পেটপোড়া মন্টুর সাথেই জামিলকে থাকতে হবে এখন। কতদিন, কে জানে।

[থিওডোর স্টারজন-এর 'শটল বপ' অবলম্বনে।]

BanglaBook.org